Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

নিম্নলিখিত শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিবর্গের লেখায় ও কথায় উৎসাহিত হয়ে নাটকের মাধ্যমে আমার সমাজ পরিবর্তণের প্রয়াস - 'সতিদেহ'।

- সুশীল বিশ্বাস
E-mail : sushiltvi@gmail.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
করিমপুর অনামী যাত্রা সমাজ।
প্রবীর ঘোষ (সম্পাদক,ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি)।
আসিফ মহিউদ্দিন (ব্লগার/যুক্তিবাদী লেখক ও সঞ্চালক,নাস্তিক্য ডট কম)।
বদ নাস্তিক ডট কম।
মুফাসসিল ইসলাম (যুক্তবাদী ব্লগার)।
আরিফুর রহমান (যুক্তবাদী ব্লগার)।
লোপা রহমান (যুক্তবাদী ব্লগার)।
মুফতি আবদুল্লা আল মাসুদ (যুক্তবাদী ব্লগার)।
ও অন্যান্য মানবতাবাদী সুধীজন।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

পুরুষ চরিত্র ঃ

রামমোহন। বরাহ। মিহরি। হজরত। মানকির। নাকির। যমরাজ। কৃষক। ব্যাক্তি।

স্ত্রী চরিত্র ঃ

আয়েশা ও লীলাবতী।

প্রথম দৃশ্য।

(দিন। গোরস্তান। দুর থেকে শোনা যায় আজানের ধ্বনী। ঝড়ের শব্দ শোনা যায়। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসে। ঝড়ের গতি বেড়ে চলে। এক সময় ঝড় থামে। ধীরে ধীরে আলো প্রস্ফুটিত হয়। কবর থেকে উঠে বসে বোরখায় মুখ ঢাকা আয়েশা। প্রচন্ড ক্লান্তিতে মুখের আবরণ সরালে বোঝা যায় বছর বিশে'র লাবণ্যময়ী আয়েশা যেন রূপকথার নায়িকা। তেষ্টায় তার গলা শুকিয়ে আসে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়। তেষ্টা ক্রমশ বেড়েই চলে। গলায় হাত বোলাতে বোলাতে গলায় ঝোলানো মাদুলিতে হাত পড়ে। তৃষ্ণার্ত আয়েশা রাগে,ক্ষোভে,ক্রোধে গলায় ঝোলানো মাদুলি ছিড়ে ফেলে ছুড়ে মারে। প্রচন্ড উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। মুখের আবরণ খুলে সেটাকেও দুরে নিক্ষেপ করে। জলের তৃষ্ণা বাড়ে। অস্ফুটে বার কয়েক পানি পানি বলতে বলতে ক্রমশ গলার জোর বাড়তে থাকে। এক সময় চিৎকার করে বলে ওঠে আয়েশা)

আয়েশা ঃ পানি - পানির তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাকে কেউ পানি দাও- পানি।

(২৫০ বছর আগের এক জলের পাত্র হাতে মঞ্চে আসে রাজা রামমোহন রায়। তৃষ্ণায় কাতর আয়েশার মুখের সামনে জলের পাত্র ধরে রামমোহন। জল গিলে স্বস্তিবোধ করলে রামমোহনের মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে আয়েশা।)

আয়েশা ঃ আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।

রামমোহন ঃ কোথায় আর দেখবে, ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের পাতায় আমার ছবি দেখতে পারো। সমাজ সংস্কারক

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

হিসাবে নাকি আমার খুব খাতির এই বঙ্গ দেশে।
আয়েশা ঃ আপনি -
রামমোহন ঃ আমি রাজা রামমোহন রায়।
আয়েশা ঃ আপনি মুসলমানের কবরখানায় কেন ? আপনিতো সতিদাহ প্রথা রদ করে স্বনামধন্য হয়ে কবেই মরে গেছেন জানি।
রামমোহন ঃ এতোদিন মরেই ছিলাম। মরার ঘর থেকেই ২৫০ বছর ধরে দেখছিলাম, সমাজ সংসারের মধ্যে ধর্মীয় বাতাবরণের আগুনে এযুগেও তোমার মতো সতীরা কেমন করে দগ্ধ হচ্ছে। সে যুগে ছিলো ব্রাহ্মণ্যবাদ বজায় রাখার চিতা;যার বর্তমান সংস্করণ চেতনার চিতা। যুগে যুগে এই চেতনা নামের অসীম শক্তিধর বিপ্লবের বীজকে ধর্মব্যবসায়ীরা ভয় পেয়ে এসেছে। এই বিশ্বে যতো ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে,সেসকল ধর্মের মূল কথাই নারীকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা। কোন ধর্মই নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনা। যতপ্রকার সামাজিক বিধিনিষেধ সব এই নারী জাতিকে উদ্দেশ্য করেই।
আয়েশা ঃ দুনিয়ার এতোগুলো সমাজ বিপ্লব হবার পরেও অন্যান্য ধর্মের কিছুটা সংস্কার হলেও ইসলাম ধর্ম আজও নারীদের কোনপ্রকার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। কতো যন্ত্রনা,অবজ্ঞা,অনাদর,অবহেলায় বোরখার নীচে মুখ লুকিয়ে আমার মতো আয়েশারা ডুঁকরে ডুঁকরে কাঁদছে। আপনিতো ইসলাম ধর্ম নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন;অথচ কোথাও এই ধর্মের গোড়ামীগুলো নিয়ে কোথাও কিছু বলেননি কেন ? কুসংস্কার কি শুধু হিন্দুর চিতাতেই দেখতে পেয়েছিলেন ? হিন্দু ঘরের বিধবারাতো চিতায় পুড়ে শেষ হতো;চিতায় না পুড়ে আমার মতো কতো মেয়েরা দগ্ধ হচ্ছে আপনি জানতেন না ?
রামমোহন ঃ জানতাম না তা নয়;তবে আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে তোমার মতো করে কেউ বলেনিতো! পুরুষতান্ত্রিকতাতো সবাই মেনেই নিয়েছিলো।
আয়েশা ঃ সে ধারা আজও সমানে চলছে । পুরুষতন্ত্রের ফাঁস আলগা না হয়ে আরও বেশি করে চেপে বসেছে। নারী আরও বেশি শৃঙ্খলিত হয়েছে। ইসলামি সমাজের বিবর্তণে প্রগতির পরিবর্তে সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আবর্তে। এই বিজ্ঞানের যুগে আজও ইসলামে নারী কারোর মা,কারোর কন্যা,কারোর স্ত্রী,আবার কারোর শয্যা সঙ্গিনী। নারী স্বাধীন কোথায় ?
রামমোহন ঃ বর্তমানে চিত্রটা পাল্টেছে। সমাজ,খেলাধূলা,সাহিত্যে,বিনোদন সর্বপরী রাষ্ট্র পরিচালনাতে মুসলিম নারীদের দেখা যাচ্ছে।
আয়েশা ঃ তাই যদি হবে ধর্মের বলি কেন হতে হলো আমাকে ? আমি শুধু ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছিলাম। স্কুল ফাইনাল পাশ করে বাবা মায়ের ইচ্ছেমতো খাঁটি মুসলিম পরিবারের বিজ্ঞানের এক অজ্ঞান শিক্ষককে আমার অনিচ্ছাতেই বিয়ে করতে হয়েছিল। আমি বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম - দুনিয়ার সকল ধর্মমতে সেই ধর্মের প্রধানই যদি সর্বশক্তিমান হয়;তাহলে দুনিয়ায় যতো ধর্ম সংকট সৃষ্টি হয়েছে,সেই সংকট মেটাতে সর্বশক্তিমানদের দেখা পাওয়া যায় নি কেন ? কেন এই সর্বশক্তিমানরা তাদের উপাসনাস্থলটুকুও রক্ষা করতে পারেন না ? আল্লাহ যদি সত্যিই থেকে থাকে,তাহলে এতোগুলো ইসলামী দেশ কি করে আক্রান্ত হয় ?
রামমোহন ঃ ঠিক বুঝতে পারলাম না।
আয়েশা ঃ সালটা ছিলো ১৯৯১ এর ৬ ডিসেম্বর। এক ধর্মীয় উন্মাদনায় ভেঙে ফেলা হলো বাবরী মসজিদ। যে মসজিদে সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরণ করা হতো,সেই মসজিদতো স্বয়ং আল্লাহই রক্ষা করতে পারলেন না। আবার হিন্দু ধর্মের সর্বশক্তিমান রামচন্দ্র আজও পারলেন না সেই বিতর্কিতস্থানই যে তার নিজের জন্মভূমি সেটা প্রমাণ করতে। সব শক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভারতের সংবিধানইতো দেখালো তার শক্তি।
রামমোহন ঃ কি জবাব দিলেন তোমার বিজ্ঞানের শিক্ষক স্বামী ?

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

আয়েশা ঃ সেই থেকে শুরু হলো আমার প্রতি মানসিক অত্যাচার। আমার মনের জিজ্ঞাসা যতো বাড়তে থাকলো,অত্যাচারের মাত্রাও ততো বাড়তে লাগলো। মানসিক অত্যাচারেই থামলো না। শুরু হলো শারীরিক নির্যাতন। জিনে ভর করছে - এই অছিলায় আমার বিজ্ঞানের স্বামী সাজলেন পীর। চলতে লাগলো তুকতাক। সমাজের কাছে,আমার আত্মীয় পরিজনদের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে সত্যিই আমাকে জিনে ধরেছে। কতো আশ্চর্য দেখুন,যে বাবা মায়ের কাছে আমি ষোলটা বছর কাটিয়ে এসেছি সেই বাবা মা'ও বিশ্বাস করতে শুরু করলো এই চরম মিথ্যাটা। ক্রমেই মানসিক অবসাদ আমাকে গ্রাস করতে শুরু করলো।

রামমোহন ঃ তুমি স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে পারতে!

আয়েশা ঃ ত্যাগ করে কোথায় যেতাম ? মৌলবাদের 'মারনযন্ত্র' তো সমাজের,সভ্যতার সবখানে। তাতে স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েদের পদে পদে বেড়ি। যখন এই অত্যাচার চরম সীমায় পৌছালো সেদিন মানসিকভাবে আমি ছিলাম বিপর্যস্থ। রাতভর স্বামীর পাশবিক অত্যাচার সহ্য করবার পর যখন চিরদিনের জন্য মুক্তির চিন্তা করছিলাম,পাশে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা পাষন্ড পশুটার নলিটা টিপে ধরতে হাত দুটো নিসপিস করছিলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে মানসিক উত্তেজনায় জিজ্ঞাসা করলাম -

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(পূর্ব দৃশ্য। তীর্যক দৃষ্টিতে বিছানার পাশে বসে লুঙ্গি পরিহীত শায়িত হজরতের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলো আয়েশা। এক সময় প্রচন্ড ক্রোধে শায়িত হজরতের গলা টিপে ধরতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বসে হাঁপাতে থাকে। বিছানায় পড়ে থাকা বালিস ছুড়ে মারে শায়িত হজরতের দিকে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে হজরত।)

হজরত ঃ কি হলো,ঘুমাওনি এখনও ?

আয়েশা ঃ তলপেট ব্যাথায় টনটন করছে।

হজরত ঃ ও। (পুনরায় শুয়ে পড়ে)

আয়েশা ঃ তোমাদের কাছে মেয়েরা কি শুধুই পুরুষের ভোগের সামগ্রী ?

(উঠে বসে পাশ থেকে তুলে মাথায় টুপি দেয় হজরত। পানের ডিব্বা থেকে পান বের করে খচমচ করে চিবুতে চিবুতে বলে -)

হজরত ঃ কোরানে সুরা বাকরা ২২৩। সেখানে বলা হচ্ছে - তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে খুশি প্রবেশ করতে পারো।

আয়েশা ঃ ইসলাম ধর্ম নারীকে দেখেছে পণ্য হিসেবে। ভোগের সামগ্রী হিসেবে;মানুষ হিসেবে নয়।

হজরত ঃ কোরানে সুরা নিসা : ৩৪ এ আছে,পুরুষ নারীর কর্তা,কারণ আল্লা তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ত দান করেছেন। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো,তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর।

আয়েশা ঃ প্রহার! স্ত্রী কি পুরুষের ক্রীতদাসী ?

হজরত ঃ কোরান -সুরা নিসা : ৩ এ বলা হয়েছে- বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে। দুই, তিন, অথবা চার। স্বামী স্ত্রীদের ওপর যখন তখন যৌন অধিকার ফলাতে পারে।

আয়েশা ঃ এতো ধর্ষণ। মানবিকতার উপর ধর্ষণ।

হজরত ঃ নাও জুবিল্লা। (অদূরে পানের পিক ফেলে স্বগর্বে বলে) অনেক হয়েছে। সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে আমার। নেহাতই একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছি বলে তোমার মায়া ছাড়তে পারছি না। ইসলাম নিয়ে যখন এতো কিছু জানছো;তাহলে এটাও জেনে থাকবে - স্বামীর ধর্মীয় অধিকার রয়েছে কোনও কারণ না দেখিয়ে স্ত্রী কে তিনবার 'তালাক' নামক শব্দটি উচ্চারণ করে তাড়িয়ে দেওয়ার।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

আয়েশা ঃ এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার পুরুষ সুলভ অধিকার যে ধর্ম দেয় সে ধর্ম অবশ্যই সুন্দর ধর্ম হতে পারে না। গর্ব করে বলবার মতো কিছু নেই।
হজরত ঃ শরিয়তের উপর যখন এতই অনাস্থা তখন সাদি করতে গেছিলে কেন ?
আয়েশা ঃ ইসলামে বিয়েতো একটা চুক্তি। আর সে চুক্তিতো পাত্রপাত্রী করে না;চুক্তি করে করে পাত্রপাত্রীর অভিভাবক। এই চুক্তি একজন মালিকের সঙ্গে একজন গোলামের চুক্তি। বিয়েতে নারীর সম্মতির কথা বলা হয়েছে,কিন্তু বাস্তবে এই সম্মতি একটি নিয়মরক্ষা ছাড়া আর কি ? চল্লিশ বছরের এক মৌলবাদী বিজ্ঞানের শিক্ষকের সাথে বিয়ে করবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিলো না।
হজরত ঃ দোজাক তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তোমার গোর আজাবে যাবার দিন চলে এসেছে। তোমাকে কবর দেওয়ার পরেই মনকির আর নাকির দুই ফেরেস্তা তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবে। ইসলামী হয়েও তুমি যে ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদ করছো তার জন্যে তোমাকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবে তারা। তোমার এই ধর্মীয় জেহাদের জন্য ফেরেস্তারা তোমাকে ৫ লক্ষ বছর পর্যন্ত গোর আজাবে উপযুক্ত শাস্তি দেবে।
আয়েশা ঃ বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তুমি যে ধর্মদাস হয়ে বেঁচে আছো তোমার শাস্তি কোথায় হবে হজরত মিঞা?
হজরত ঃ বেহেস্তে। ইমানদার পুরুষদের জন্য বেহেশতের সুখ বিষয়ে কোরানে মহান আল্লা পাক বলছেন - ওদের সঙ্গিনী দেব আয়ত নয়না হুর,সমবয়স্কা অপরূপা যৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র। এইসব সুন্দরীরা হবে অনাঘ্রাত ফুল এবং বেহেস্তে আসা পুরুষরাই তাদের জীবনের প্রথম পুরুষ।
আয়েশা ঃ তোমার আম্মির মতো যে মেয়েরা শরিয়তের প্রতিটা লাইন মেনে চলেন;তাদের জন্যে বেহেস্তে কি বন্দোবস্তো রেখেছেন মহান আল্লা তাইলা ? সেখানে অবশ্যই দেখা মিলবে সুঠাম দেহের পূর্ণ যৌবনের কিশোরদের? পানপাত্র হাতে করে ওদের সাদরে বরণ করে নেবার জন্যে বেহেস্তের সদর দরজায় তারা অপেক্ষা করে থাকবে বুঝি ?
হজরত ঃ জিভ টেনে ছিড়ে ফেলবো শয়তানী।
আয়েশা ঃ কেন ? আমিতো ধর্মের কথাই জানতে চাইছি। বলো বিজ্ঞানের অজ্ঞান ছাত্র,ধর্ম কাকে বলে ? বেহেস্তে সুখ ভোগ করবার জন্য পুরুষদের নারী আর সুরার লোভ দেখিয়ে লালায়িত করা হয়েছে অথচ কল্পিত বেহেস্ত নারীদের কোনও স্থান হয়নি। সব ধর্মেই নারী শুধু নরকের দ্বার। নারী শয়তানের রুপে আসে আর শয়তানের রুপে যায়। এই যদি ধর্মের সারবানী হয়,সে ধর্ম আমি মানি না।
হজরত ঃ বুঝেছি। এ সবই হলো কাফেরদের বিদ্যালয়ে পড়বার কুফল। মুসলিম বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণ করলে তোমার এই মতিভ্রম হতো না।
আয়েশা ঃ ধর্মীয় বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণ করবার সুফল চোখের সামনেই দেখছি। বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েও তোমার আপাদ মস্তক কুসংস্কারের ডুবিয়ে রেখেছো। যে ধর্মীয় আফিম খেয়ে তুমি বেহুস হয়ে পড়ে আছো;সেই আফিম আজ তিন বছর ধরে খাওয়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছো আমাকেও। আমার আত্মীয় পরিজনদের সাথেও বোরখায় মুখ ঢেকে কথা বলতে বাধ্য করিয়েছো। সুস্থ স্বাভাবিক আমাকে জীনে ধরেছে বলে আমার গলায় বেঁধে দিয়েছো জীন ছাড়াবার তাবিজ। বিয়েতে আমার বন্ধু বান্ধবীদের থেকে পাওয়া বিদ্যাসাগর,শরৎচন্দ্র,বঙ্কিম চন্দ্রের বইগুলো বস্তায় ভরে আলমারী সাজিয়েছো ইসলামী কিতাবে। ইসলামে সঙ্গীত হারাম বলে আমার গানের খাতাগুলোকে তুমি আগুনে পুঁড়িয়েছো। এসবইতো তোমার ধর্মীয় বিদ্যালয়ে পড়বার সুফল ;তাইনা ?
হজরত ঃ গান-বাজনা যেমন আমাদের পরকাল ভুলিয়ে দেয় তেমনি বস্তুজগতকেও ডুবিয়ে দেয়। এ গানের মাধ্যমেই দুর্বল নৈতিকতা সম্পন্ন লোকেরা বিশেষত তরুণ প্রজন্ম অবৈধ প্রেম ও লৌকিক ভালোবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।
আয়েশা ঃ তান সেন,ওমর খৈয়াম,আলি আকবর খান,মহম্মদ রফি,আব্বাস উদ্দিন,নজরুল ইসলাম এরা কি মুসলিম ছিলেন না ? সঙ্গীত যদি হারামই হবে;তাহলে তোমার মতো মোল্লা মৌলবীদের দল তাদের মুসলিম থেকে বিতাড়িত করেনি কেন ? এরা ছিলেন বলেইতো তোমারা নিজেরা মুসলিম বলে অহংকার বোধ করো। আসলে যতো বাঁধা নারীদের বেলায়।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

হজরত ঃ পৃথিবীর সব আলেমই গান-বাদ্যকে হারাম বলেছেন। গান বাজনা আমাদের সমাজটাকে রসাতলের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই গান-বাজনা আমাদের সমাজকে এতো গভীরভাবে গ্রাস করেছে যে, অনেকেই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কুরআন ও হাদীসের নানা ফাঁক-ফোকর খোঁজার চেষ্টা করছে। সমাজের মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠছে বাউল না ফাউল নামের উন্মাদের সমাজ। এই গান বাজনাই এদের উন্মাদ সাজিয়ে পথে নামিয়েছে।
আয়েশা ঃ ওমন উন্মাদের এক কনাও যদি তুমি হতে পারতে;বুঝতে তোমাদের এই আলো বাতাসহীন শ্বাসরুদ্ধকর রক্ষনশীল চিন্তা ভাবনার বাইরে একটা দুনিয়া আছে। সেখানে ওরা মুক্ত,ওরা স্বাধীন।
হজরত ঃ এই স্বাধীনতার স্বপ্ন যারা দেখে তারা ইসলাম থেকে বিতাড়িত।
আয়েশা ঃ বিতাড়িত! কে তাড়িয়েছে ওদের ? ধর্মীয় অক্টোপাশ থেকে মুক্তি পেতে ওরা স্বেচ্ছায় ধর্ম ছেড়েছে।
(হজরত উঠে দাঁড়ায়। খচমচ করে চিবুতে থাকা পানের পিক আয়েশার গায়ে ফেলে সদম্ভে বলে-)
হজরত ঃ এক তালাক। দুই তালাক। তিন তালাক।
(আয়েশা নিজের শরীরের পানের পিক মুছতে মুছতে 'থুতু' ছিটিয়ে দেয় হজরতের গায়ে। ক্রোধে আয়েশার দিকে তেড়ে এসে টুটি টিপে ধরে হজরত। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় আয়েশা।)

তৃতীয় দৃশ্য।

(মূলমঞ্চে প্রচন্ড উত্তেজনায় কবরে বসে হাঁপাচ্ছিল আয়েশা। বলে চলে রাজা রামমোহন।)

রামমোহন ঃ সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানে নারীর অবদান সত্য হলেও স্বীকৃতি লাভ করেনি। ইতিহাসবেত্তারাই নারীর অবদানকে ইতিহাসে স্থান দেয়নি। পুরুষের জ্ঞান,মেধা,প্রজ্ঞা, আবিস্কার যেভাবে লেখা হয়েছে;নারীর অবদানকে পুরুষতন্ত্র সেভাবেই এড়িয়ে গেছে। সব ধর্মেই নারীর জন্যে তৈরী হয়েছে লক্ষণ রেখা। যে এই লক্ষণরেখা ডিঙিয়ে মুক্তির আলো দেখতে চেয়েছে;ধর্মীয় খাঁড়ায় তাঁকে ছিন্নভিন্ন হতে হয়েছে। এমনই এক স্বাধীন চেতা হিন্দু ধর্মবলম্বী নারীর কথা তোমাকে শোনাবো। ইছামতী আর ভাগীরথী বিধৌত অনার্য কৃষককূল অধ্যুষিত এক জনপদের রাজা তখন বিক্রমাদিত্য। এই রাজসভার 'নবরত্ন'গণের মধ্যে সপ্তম রত্ন ছিলেন রাজজ্যোতিষী বরাহ। এই বরাহনন্দন মিহিরের পত্নী লীলাবতী আবহ বিদ্যা আর কৃষিবিদ্যায় ছিলেন অসীম পারদর্শী। অনাবাদ,রোদ,বৃষ্টি খরা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কৃষককূল ভগবানের দান আর ললাটলেখন ভেবেই দিনপাতে অভ্যস্ত ছিলো। রাজা আসে,রাজা যায় কিন্তু দরিদ্র চাষীদের দুর্দশা যায় না। সমবেত কৃষককূল রাজজ্যোতিষীর শ্মরণাপন্ন হয়ে কাকুতি জানায় -
(রামমোহন ও আয়েশার মুখের উপর থেকে আলো ধীরে ধীরে সরে যায়।)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

চতুর্থ দৃশ্য ।

(মঞ্চে দেখা যায় ধূতি পরিহীত গলায় রুদ্রাক্ষ কপালে চন্দন লেপে খালি শরীরে পুত্র মিহিরকে জ্যোতিষ বিদ্যা শেখাচ্ছে বরাহ। দৈববানীর মতো শোনা যায় কৃষকের করুণ আর্তনাদ।)

কৃষক ঃ প্রভু,এবছরেও প্রচন্ড খরায় আমাদের চাষ আবাদ সব নষ্ট হয়ে গেলো। জমিদারের কর শোধ করবো কেমন করে ? পরিবারের মুখেই বা কেমন করে অন্ন তুলে দেবো ? কিছু উপায় বলুন প্রভু।

(পাঠরত কেতাব বন্ধ করে পাশে করজোরে উপবিষ্ঠ মিহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে চলে বরাহ -)

বরাহ ঃ এসবই তোমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল। তোমরা বিচলিত হয়োনা। ইহলোকে গুরুর সেবা করবে,যেমন করেই পারো রাজকর পরিশোধ করবে,ব্রাহ্মণের সেবা করবে। মনে রেখো ব্রাহ্মণ হলেন ভগবান স্বরূপ;তাদের সেবাই তোমাদের ইহজন্মের কাজ। এই কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে আগামীতে তোমরা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করতে পারবে। তারপর আবার ফিরে এসে জন্ম নেবে পৃথিবীতে আপন কর্মফল অনুসারে।

(ইতিমধ্যে লীলাবতী এসে বরাহ ও মিহিরের প্রাতরাশের থালা সামনে নামিয়ে রেখে বলে-)

লীলাবতী ঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের শোষণ করার ব্যবস্থাকে কায়েম করতে সৃষ্টি করেছে কর্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণ তত্ত্বের। মানুষগুলোকে আর কতদিন ইহকাল আর পরকালের গল্প বলে গাধা বানিয়ে রাখবেন আপনারা ?

(বরাহ ও মিহির একে ওপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ক্রোধ চেপে জবাব দেয় বরাহ।)

বরাহ ঃ সামাজিক বৈষম্য অন্যায় কিছু নয়। শুদ্রশ্রেণীর মানুষগুলির গতজন্মের কর্মফলেই এ জন্মে এই অবস্থা।

লীলাবতী ঃ এতো আপনাদের নিজ স্বার্থের জন্য এই মানুষগুলোর মাথায় ঢুকিয়েছেন - এ'জন্মে প্রতিবাদহীন ভাবে বঞ্চনা নামক কর্মফলকে মেনে নিলে আগামী জন্মে মিলবে প্রচুর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ। পুনর্জন্ম আর কর্মফল দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারলে ওরা বঞ্চনাকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। ঋতুচক্রের সাথে আবহাওয়া বদলে যায়। ফসলের পক্ষে উপযুক্ত আবহাওয়ায় বীজ রোপণ আর চাষ কাজ করতে পারলে কৃষকের দুর্দশা থাকবে না। এই সহজ কথাটা ওদের বুঝতে না দিয়ে ইহকাল আর পরকালের ভূত কেন ওদের দেখাচ্ছেন ?

বরাহ ঃ তুমি কি শাস্ত্র মানবে না ? 'স্মৃতি' গ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত আছে - ঈশ্বরের বিধান মতো বর্ণ মেনে প্রভূর সেবা করলে, প্রভূর সম্পদে লোভ না করলে মৃত্যুর পর যে জন্ম হবে, সেই জন্মে শুদ্ররা সুখ ভোগ করবে। তারা এ জন্মে যে কষ্টভোগ করেছে,তা পূর্বজন্মের কর্মফল মাত্র।

লীলাবতী ঃ প্রায় বিনা খরচে শ্রমশক্তি বিনিয়োগের প্রয়োজনেই সমাজের উচ্চবিত্তরা সৃষ্টি করেছে 'শুদ্র' নামের বর্ণটি। উচ্চবর্ণের লোকেরা শুদ্রদের 'মানুষ' বলে বিবেচিত হওয়ার সব অধিকারই কেড়ে নিয়েছে। তাদের না আছে নাগরিক অধিকার,না ধর্মীয় অধিকার, না অর্থনৈতিক অধিকার।

রাগে গস গস করতে করতে সামনে উপবিষ্ঠ মিহিরের উদ্দেশ্যে বলে বরাহ -

বরাহ ঃ রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ সভার সভারত্ন বরাহকে কি সামান্যা এই নারীর চাতুরতার কাছে পরাজিত হতে হবে ? আমার অনুগত পুত্র হয়ে তোমার কি কোন কর্তব্য নেই মিহির?

মিহির ঃ আদেশ করুন পিতা, কি করতে হবে আমাকে ? কি আমার করা উচিত ?

(বরাহ লাথি মেরে মিহিরকে ধরাশায়ী করে উঠে দাঁড়ায়। বিদ্যুতের প্রচন্ড গর্জন শোনা যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে গণনায় মনোনিবেশ করে বরাহ। বরাহকে অনুসরণ করে মিহির। মৃদু হেঁসে বলে লীলাবতী -)

লীলাবতী ঃ কি করো শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝবে জলের রেখা ।।

(বৃষ্টি শুরু হয়। মনের আনন্দে বৃষ্টিতে ভিঁজতে ভিঁজতে বলে চলে লীলাবতী-)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

লীলাবতী ঃ আষাঢ় নবমী শুক্ল পখা
কিসের এত লেখা জোকা।
যদি বর্ষে মুষল ধারে,
মধ্য সমুদ্রে বগা চরে।যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা
পর্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে রিমিঝিমি
শস্যের কোন থাকে না কমি।

(আনন্দধারায় উল্লাসিত লীলাবতীর বচন কালে অলক্ষে দাঁড়িয়ে লীলাবতীকে অপলকে দেখতে থাকে মিহির।)

চৈত্রেতে থর থর;
বৈশাখেতে ঝড় পাথর।
যদি জ্যৈষ্ঠতে তাঁরা ফুঁটে
জানবে তবে বর্ষা বটে।

(উদ্বেলিত লীলাবতীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে মিহির। মিহিরের দিকে ক্ষনেক চেয়ে বলে চলে লীলাবতী)

লীলাবতী ঃ হেঁসে সূর্য বসে পাটে
চাষার বলদ বিকোয় হাঁটে।।

মিহির ঃ আমি পিতার আজ্ঞাবহ দাস লীলাবতী। স্বামীর কর্তব্য পালনে আমি অসহায়। আমাকে ক্ষমা করো।

লীলাবতী ঃ যদি থেকে গরু না বায় হাল,
তার দুঃখ চিরকাল।।

বরাহ ঃ আমার বয়স অপেক্ষা তুমি ৮ বছরের বড়ো। গণনা করে পিতা জানতে পেরেছেন আগামী ৮ বছরের মধ্যে তোমার সাথে আমার শারিরীর সম্পর্ক হলে আমার নাকি অকাল মৃত্যু অবসম্ভাবি।

লীলাবতী ঃ চৈতে গিমা তিতা,
বৈশাখে নালিতা মিঠা,
জ্যৈষ্ঠে অমৃতফল;আষাঢ়ে খৈ।
শায়নে, দৈ।
ভাদরে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শশা মিঠা,
কার্তিকে খৈলসার ঝোল,
অগ্রাণে ওল,
পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল,
ফাল্গুনে পাকা বেল ।

মিহির ঃ সবই বুঝি। কিন্তু আমি যে নিরূপায়।

লীলাবতী ঃ আমি জানি। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎসংহিতা ও বৃহজ্জাতক রচয়িতা বরাহের উপযুক্ত রত্ন নন্দন তুমি। তোমাদের মতো দেখতে এমন পুরুষ স্বামী ত্রেতা যুগেও ছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষত্ত দেখাতে সীতাকে দিয়ে অগ্নি দেবতার নিকট থেকে বৌয়ের সৎ চরিত্রের শংসাপত্র আনিয়েছিলেন। দ্বাপর যুগে ঠিক তোমার মতো দেখতে এক প্রেমিক ছিলেন। প্রেমের ফাঁদে রাধা নামের এক গৃহবধূকে উন্মাদিনী করে সংসার ছাড়া করেছিলেন। সেই তিনিই এই কলিতে পূজিত। অথচ রাধা! নারী বলেই তার কপালে কলংকিনীর ছাপ মেরে দেওয়া হলো। যুগে যুগে অবজ্ঞা,অনাদর আর অবহেলায় মৃত প্রায় নারীর জাগরণের গন্ধ পেয়ে পুরুষের পূরানের দোহাই দিয়ে হৃদয়হীন মনু বললো -

নিজ অবস্থান থেকে সদম্ভে ঘোষণা করে বরাহ -

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

বরাহ ঃ স্ত্রী যদি অপ্রিয়ভাষিণী হয়,তাহলে কালক্ষয় না করে তৎক্ষণাৎ স্বামী বিবাহ করবে। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয় তাহলে স্বামী তাকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তার সাহচর্য্য ত্যাগ করবে। ঘরে স্ত্রী থাকার পরেও স্বামী যদি পুনরায় বিবাহ করেন,আর তাতে স্ত্রী যদি নারাজ হয়,তাহলে সেই স্ত্রীকে অবরুদ্ধ করে আত্মীয় স্বজনের সামনে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। পুত্রসন্তান ধারনে অক্ষম নারী জাতির প্রতি মহাত্মা মনু বলেন -

লীলাবতী ঃ (প্রচন্ড উত্তেজনায় চিৎকার বলে) জানি। জানি । শুদ্র আর নারীর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন পরম পুরুষ মনুর মানবতাহীন নির্দেশ - বিধাতা নারীকে গর্ভ ধারণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অপুত্রক অবস্থায় যদি কোন ব্রাহ্মণ মারা যায় তাহলে নাকি তার স্বর্গবাস হবেনা। আর এই স্বর্গ পাবার মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে চুপিসারে গভীর রাতে নপুংসক স্বামী অথবা গুরুজনের আদেশে সধবা অথবা বিধবা স্ত্রীকে ঘি মাখিয়ে প্রস্তুত করে রাখা হবে,আর ওই রমণীর সাথে কোনো পরিচিত পরপুরুষ রমণ করবে এবং তার গর্ভে একটি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করবে। আর এই স্বর্গ পাবার লোভ দেখিয়ে আপনি আপনার নপুংসক পুত্রকে অমানুষে পরিনত করেছেন।

বরাহ ঃ ক্ষেত্রজ পুত্রের উদাহারণ মহাকাব্যেই আছে। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র,পান্ডু এরাওতো ক্ষেত্রজ সন্তান। রাজা বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে,মাতা সত্যবতী স্থির করেন তার পুত্র বেদব্যাস দ্বারা মৃত পুত্রের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন। মাতৃ আদেশ মতো বেদব্যাস বিধবা ভ্রাতৃবধূর গর্ভে জন্ম দেন ধৃতরাষ্ট আর পান্ডু নামের দুই ক্ষেত্রজ সন্তানকে। শাস্ত্র মতে শুধুমাত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যই নারীর সৃষ্টি হয়েছে।

লীলাবতী ঃ অম্বা আর অম্বালিকার তো তবুও সন্তান উৎপাদনের জন্য বেদব্যাস নামের কুৎসিত রূপি এক দেবর ছিলো ;আমারতো তাও নেই। আমি কি তাহলে মনে করতে পারি,আপনার নপুংসক ছেলেকে স্বর্গ সুখের মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর রেখে পুত্রবধূর গর্ভে আপনিই ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন ?

বরাহ ঃ কি! নারী হয়ে তুমি রাজ জ্যোতিষী বরাহকে অপমান করছো ? আঃ ঈশ্বর,আমার নিজ পুত্রসন্তানের সামনে এক সামান্যা নারী আমাকে হেনস্থা করছে ? নারীর মুখের কাছে পরাস্ত হতেই কি আমি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম ?

মিহির ঃ আদেশ করুন পিতা। অনুগত পুত্রসন্তান হিসাবে আমার কি করনীয় ?

মিহির ঃ মহাত্মা মনুর দেওয়া বিধান শুদ্র অথবা নারীর বাক্যবানে যদি ব্রাহ্মণ অপমানিত হয় তাহলে তৎক্ষনাৎ ওই শুদ্র অথবা নারীর জিহ্বা কর্তন করতে হবে।

মিহির ঃ ধৈর্য্য ধরুন পিতা। সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম হলেও নিজ ধর্ম আর পিতৃ আদেশ পালনে আমি স্বক্ষম। ভগবান রামচন্দ্র যদি পিতৃ আদেশ পালন করতে চোদ্দ বছর বনবাসে জীবন কাটাতে পারেন;আমি ধর্মের ছুরি দিয়ে এক নারীর বাক স্বাধীনতা বন্ধ করতে পারবো না ?

(প্রবল আক্রোশে লীলাবতীর চুলের মুঠি চেপে ধরে জোরপূর্বক লীলাবতীকে শায়িত করে জিহ্বা ছেদ করে মিহির। মাটিয়ে শুয়ে গোঙাতে থাকে লীলাবতী। পৌরুষ বলে বলিয়ান বরাহ হাঁসতে থাকে।)

পঞ্চম দৃশ্য।

(অন্ধকার থেকে অপেক্ষাকৃত আলোকিত স্থানে এসে দাঁড়ায় আয়েশা ও রামমোহন। আলো জ্বলে ওঠে। মঞ্চে দেখা যায় দুজনকে।)

রামমোহন ঃ কি বুঝলে ? আজ থেকে দেড়হাজার বছর আগে নারীর বাক স্বাধীনতাকে খর্ব করতে যে ধর্মীয় বিধান ধর্মের খাঁড়া হাতে করে সভ্যতার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলো,এই বিজ্ঞানের যুগেও তাকে সেখান থেকে সরানো যায়নি। সব জানা বোঝার পরেও মানুষের কাছে যুক্তির থেকে মনুবাদী ধারনাই প্রাধান্য পেয়েছে। নিজের বাবা মায়ের হাতে বৃদ্ধাশ্রমের রসিদ ধরিয়ে পাথরের মূর্তিকে বাবা-মা বলে ডাকছে। শিক্ষা,বিজ্ঞান মনস্কতা, যুক্তিবাদ থেকে বিতর্ক বিহীন হয়ে টিকে থাকতে আজও মানুষ সভ্যতা থেকে অনেক দূরে ।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

আয়েশা ঃ এই অন্ধকার থেকে মানব জাতি কি কোনদিনই আলোতে আসতে পারবে না ?
রামমোহন ঃ হিন্দু ধর্মে মনুবাদ সমাজের মধ্যে এমন এক সিস্টেমকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে নির্যাতিত বুঝতে পারেনা তার নির্যাতনের গভীরতা। এরা সন্তান জন্ম দিতে পারে, কিন্তু তার নাম কী রাখা হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নাম রাখতে হলে ব্রাহ্মণকে ডাকতে হবে। সন্তান জন্ম দিলে অশুদ্ধ হয়, সুতরাং শুদ্ধ হতে হলে ব্রাহ্মণকে ডাকতে হয়। শুধু তাই নয়, নিজেরা পরিশ্রম করে বাড়ি বানাতে পারে, কিন্তু সেই বাড়িতে প্রবেশ করতেও ব্রাহ্মণকে ডাকতে হয়। এরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কিন্তু বিয়ে করতে পারে না। বিয়ে করতেও ব্রাহ্মণকে ডেকে আনে। পরিবারে কেউ মারা গেলে জীবিতরা নাকি অশুদ্ধ হয়ে যায়, এই অশুদ্ধ মানুষগুলোকে শুদ্ধ করতে হলেও ব্রাহ্মণকে ডেকে আনতে হয়। তুমি কি ভাবছো ধর্মান্ধতা শুধু ইসলামেই ? এতোগুলো বছর পরেও হিন্দু নারীই কি তার অধিকার আদায় করতে পেরেছে ?
আয়েশা ঃ ঠিক বলেছেন স্যার। নারী যতোবার নিজের অধিকার আদায় করতে চেয়েছে ততবারই পুরুষের থেকে নারীই হয়েছে ‘নারী অধিকার’ এর অন্তরায়। মুখ বুঁজে মৌনতা প্রদর্শণ করা ছাড়া নারীকে নড়তে দেখা গেলো কোথায় ? সে যুগেও লীলাবতীর হয়ে কোন নারীকে সিস্টেমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। এই বিজ্ঞানের যুগেও তসলিমার হয়ে তমাশা দুর করার তেমন কাউকে দেখা গেলোনা।
রামমোহন ঃ তুমিতো এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলে তোমার স্বামীর হাতে খুন হয়েছো। আজ থেকে দেড়হাজার বছর আগে নারীর বাকযন্ত্র কাটার সে যন্ত্রনা আজও রয়ে গেছে বলে নারী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। নারী শুধু পুরুষের সৃষ্টি দেবীই রয়ে গেলো। নিজেকে দেবী ভাবার অহঙ্কারে নারীর প্রতি ধর্মের দানবীয় অত্যাচার নারী মেনে নিয়েছে। ভাবতে কি তোমার অবাক লাগেনা আয়েশা, এতোক্ষন মঞ্চে নারীর অধিকারের যে নাটকে আমরা অভিনয় করলাম সে নাটকটাও একজন পুরুষের লেখা। যুগে যুগে নারী কি পুরুষতন্ত্রের হাতে তৈরী মাটির মূর্তি হয়েই থাকবে ?

আয়েশা রামমোহনের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। অস্ফুটে বলে-
আয়েশা ঃ আপনার কথা শুনবার পরে আমার স্বামীর উপর আর কোন রাগ আমার নেই। সত্যিইতো সচেতন নারী বলে যারা আমরা নিজেদের জাহির করতে ভালোবাসি;সেই নারীতো আজও সামাজিকতায় তৈরী মোমের পুতুল;সম্ভ্রম নামের সস্তা সেন্টিমেন্টে গলে যায়। এবার কিন্তু সত্যি সত্যি আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার কি মরা যায় ?
রামমোহন ঃ হ্যা। যুক্তিবাদী মানুষজনেরা অনেক গবেষনার পরে নাকি কিছু বিষ আবিস্কার করেছে। আমি নিজে পরখ করে দেখবো বলে সংগ্রহ করে রেখেছি। তুমি একবার পরখ করে দেখতে পারো।
আয়েশা ঃ বিষ!
রামমোহন ঃ ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। অ-বৈজ্ঞানিক যুক্তি। সুবিধাবাদী রাজনীতি। আধা পান্ডিত্য ইত্যাদি। এর মধ্যে যেকোন একটা খেলেই তুমি জীবিত থেকেই মরতে পারো। আর অতি উৎসাহী হয়ে যদি সবগুলো খেয়ে নাও তাহলে বিখ্যাত সব ধর্ম ব্যবসায়ীর মতো দেখতে হয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে চিরদিনের জন্যে মরে যাবে। নাও। চট জলদি খেয়ে ফেলে কফিনের ঢুকে পড়ো। সম্ভবত আমার জন্যেই ফেরেস্তারা তোমার কাছে আসতে পারছে না। হাই প্রেসারের ট্যাবলেটটা খেয়ে আমি গোর আজব এ আসছি।

(চলে যায়)

(বিষ খেয়ে কবরের উপর শুয়ে পড়ে আয়েশা। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে।)

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গদা হাতে অন্ধকারের মধ্যে থেকে বিদুঘুটে চেহারার মানকির আর নাকির নামের দুই ফেরেস্তা এসে মৃত আয়েশাকে নিয়ে যায়।

সপ্তম দৃশ্য।

(গোর আজব। বিচারপতির আসন শূন্য কাল্পিক আদালত। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আয়েশা। উকিলের মতো নাকির মস্তবড়ো কেতাব মাথায় করে আয়েশার কাছে এসে বলে-)

নাকির ঃ হাদিসে হাত রেখে বলো-যাহা বলিবো সত্য বলিবো,সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিবো না।

আয়েশা ঃ এটা কোথায় ? অনেকটা আদালতের মতো দেখতে লাগছে। বিচারপতির জন্যে আসন আছে অথচ বিচারপতি নেই কেন ?

মনকির ঃ এটা গোর আজব। মৃত্যুর পরে সমস্ত জীবকূলের বিচার হয় এখানে।

আয়েশা ঃ বিচারক মহাশয় কোথায় গেছেন ?

মনকির ঃ উনি নীরাকার। তুমি যা বলবে সে সবই উনি শুনতে পারছেন। তুমি এই হাদিসে হাত রেখে শপথ করো -

আয়েশা ঃ এটাকে দেখে তো জ্ঞানের বাক্স বলে মনে হচ্ছে। তা এই জ্ঞানের বাক্সে হাত দিয়ে মিথ্যা না বলার শপথ করেও যদি আমি মিথ্যা বলি সেটা মাপার যন্ত্রও আপনাদের কাছে আছে নিশ্চয়ই ?

(নাকির পায়ের কাছে মাথার বোঝা নামিয়ে কোমরে ঝোলানো ব্যাগ থেকে রেডিওর মতো এক যন্ত্র বের করে বলে-)

নাকির ঃ এটা লাই ডিটেক্টর। সাবধান। মিথ্যা অথবা চালাকীর মতো কিছু করলে বা বললে এই যন্ত্রটা আওয়াজ করবে।

আয়েশা ঃ আশ্চর্য! পবিত্র কোরানের আয়াতে আয়াতে যে আল্লাপাক খৃষ্টান নাসেরাদের অমানুষ হিসাবে গন্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হতে বলেছেন সেই আল্লাহ বিচার সভায় তাহলে সেই অমুসলিমদের আবিস্কার করা যন্ত্রই সব ঠিক করে! সর্বশক্তিমান কি শক্তি খুইয়ে বিজ্ঞানের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছেন ? তবে ব্যবস্থাটা আপনারা ভালোই করেছেন বলতে হবে। শুনেছি পাপ পূন্যের মান অনুসারে নাকি খাবার দাবারের ব্যবস্থা রাখেন এখানে। বিচার শুরু হবার আগে যাই হোক আমাকে কিছু খেতে দিন।

মনকির ঃ নাকির - আসামীর খাবার দাবারের কি ব্যবস্থা আছে ?

নাকির ঃ আপনার কথামতো এক বালতি পুঁজ,তিন কড়াই রক্ত আর এক ড্রাম মতো গরম পানি আমি জোগাড় করে রেখেছিলাম। কিন্তু মায়ানমার থেকে হাভাতে কিছু রোহিঙ্গার দল একেবারে চেটেপুটে সব শেষ করে দিয়েছে। ব্যাটাদের এতো করে বললাম,ইন্টারপোল থেকে আমাদের কাছে খবর এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু মানবতা কর্মী আর নাস্তিকেরা আসতে পারে। কে শোনে কার কথা।

মনকির ঃ তাহলে এখন উপায় ?

নাকির ঃ সে এক ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। অনেকটা পুঁজের মতোই দেখতে এই একভাড় দই আমি আনিয়ে রেখেছি।

মনকির ঃ বলো কি! পুঁজের বদলে দই! (একটু চেখে দেখে) মন্দ বানায়নিতো। কোন ময়রা বানিয়েছে একটু খোঁজ নাওতো। যা গরম পড়েছে।

নাকির ঃ সে আমি এনে দিতেই পারি। কিন্তু ময়রাযে কাফের। নধর চন্দ্র।

মনকির ঃ নাও জুবিল্লা। বলো কি! কাফেরের তৈরী দই তুমি গোর আজবে আনলে ? ঠিক আছে ওটাকে না হয় পুঁজ বলে চালিয়ে দিলে কিন্তু রক্ত ? গরম পানি ?

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

নাকির ঃ রক্ত কোথায় ? দেশে মানবতার কথা যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে;সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতো প্রায় উঠেই গেছে। দাঙ্গা না বাঁধলে এতো রক্ত কোথায় পাবো ? কিছু নাস্তিকদের কোপানো হয়েছিলো তার কিছুটা উঠিয়ে রেখেছিলাম। আপনিতো জানেন,হিন্দুদের পশুবলীও আর আগের মতো হচ্ছেনা। দেবতারা খাবে কি ? ওদের পূজার সময় সেটুকু ধার হিসাবে নিয়ে গিয়েছে। ফেরত দিতেই চায়না। অনেক বলে কয়ে রক্তের মতো দেখতে এই কয়েক বতল আনিয়ে রেখেছি।

মনকির ঃ এটা কি ? দেখতেতো একেবারে রক্তের মতোই লাগছে।

নাকির ঃ এটাও একধরনের রক্ত। পূরানের অনেক মুনি ঋষি থেকে শুরু করে দেব দেবীরাও মদিরা বলে চালিয়ে দিতেন। আসলে এটি অশিক্ষিত,গরীব খেটেখাওয়া মানুষের ঘাম। গরীব গুর্বো যখন পান করে তখন এটাকে দেখতে ঘামের মতোই লাগে। সমাজের উচুতলার মানুষের হাতে গিয়ে রক্তের মতোই দেখতে হয়েছে।

মনকির ঃ তাই নাকি! দাওতো,একটু পরখ করে দেখি।

নাকির ঃ সেকি! ইসলামে তো মদ্যপান হারাম।

মনকির ঃ থামো। হারামতো ইহকালে জন্যে। পরকালে মদকে জায়েজ বলে গন্য করা হয়েছে। আমরাতো ইহকাল আর পরকালের মধ্যে যোগসূত্র করে দিচ্ছি। ফেরেস্তা আর সাধারণ মানুষকে কি তুমি এক মনে করো ? যা বলছি তাই করো। নইলে কিন্তু ইস্রাফিল ফেরেস্তার কাছে তোমার নামে নালিস জানাবো।

নাকির ঃ বয়েই গেছে তার আপনার নালিস শুনতে। কেয়ামতের দিন আসবে বলে সেই কতো বছর আগের মরচে ধরা এক সিঙ্গা সারতেই তিনি ব্যাস্ত। এতো করে বললাম,একটা সাইরেনের ব্যবস্থা করতে। যেহারে যানবাহন বেড়েছে তাতে ছোট ওই সিঙ্গাতে ফুঁ দিলে দুনিয়াশুদ্ধ লোক শুনতেই পাবেনা।

আয়েশা ঃ বিচার শুরু হবে নাকি আপনারা ঝগড়াই করবেন ?

মনকির ঃ তোমার স্বপক্ষের উকিল,মানে তোমার হয়ে সওয়াল যিনি করবেন সেই তো এখনও দরবারে হাজির হয়নি। ফেরেস্তা নাকির,দরজার বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখোতো আসামী পক্ষের উকিল আসছে কিনা!

(রামমোহন আসে। টেবিলের উপরে রাখা মস্তবড়ো হাতুড়ি টেবিলে পিটিয়ে বলে চলে মনকির -)

মনকির ঃ অর্ডার। অর্ডার। অর্ডার। ইসলাম ধর্মের মানুষ হয়েও শরিয়তকে অবমাননা করবার অপরাধে আসামী আয়েশা বেগমের বিচার শুরু হচ্ছে এখন- (স্টপওয়াজ টিপে দেয়)। ফেরেস্তা নাকির,তোমার গদা রেডি ? বলো-তোমার সকল কথাই অলক্ষে থেকে মহান খোদাতালা শুনছেন। (লাই ডিটেক্টর বেজে ওঠে।)

সহেলী ঃ হাহাহা।

মনকির ঃ ফেরেস্তা নাকির - যন্ত্রটা বেজে উঠলো কেন ?

সহেলী ঃ আপনাদের মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেছে। খোদাতালা বলে আসলে কেউ নেই। সবই আপনাদের বুজরুকি।

নাকির ঃ থামবে তুমি ? নইলে কিন্তু এই গদা দিয়ে -

সহেলী ঃ গদাটা পেলেন কোথায় বুলুনতো ? হিন্দুদের হনুমান সিডিউলকাস্ট সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বোধহয় গদাটা ফেলেই চলে গেছে।

মনকির ঃ আবার রহস্য! ভারি মুখরা নারীতো তুমি। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়ে তুমি ইসলামের নির্দেশ অমান্য করেছো। তোমার শাস্তি যে কতোবড়ো ভয়ানক হতে পারে সেটা জানো ?

সহেলী ঃ মহামান্য ফেরেস্তাগণ, আমি যদি ইসলামকে অমান্য করেই থাকি তাহলে ইসলামের গোর আজাবে আমার বিচার হচ্ছে কেন ?

নাকির ঃ সেটিইতো গ্যারাকল। মহান আল্লাহপাক দুনিয়ার সবার বিচার করবার কথা বলেছেন। যারা ইসলাম কবুল না করে অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাস করেছিলো তাদের বিচারতো আরও ভয়ঙ্কর। দোজাখ তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সহেলী ঃ একটু আস্তে বলুন স্যার। যমরাজ শুনতে পেলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে ছাড়বে।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

রামমোহন ঃ ইসলামকে কবুল না করেও যারা মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য কাজ করে গেছেন তাদের স্থানও কি দোজাখেই হবে ? ঘৃন্য দাস প্রথাকে উৎখাত করে মানব মুক্তির অগ্রদূত আব্রাহাম লিংকন,মানবতা কর্মী মার্টিন লুথার,আফ্রিকার মুক্তি সূর্য নেলসন ম্যান্ডেলা,বিবর্তণবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন,মেহনতি মানুষের মুক্তিদূত মার্কস,শোষিত মানুষদের জন্য আলোর পথযাত্রী বাবাসাহেব আম্বেদকর,ব্লাকহোল তত্বের প্রবক্তা স্টিফেন হকিন্স শুধু মাত্র অমুসলিম হবার জন্য তাদের সব কিছুই মিথ্যে হয়ে যাবে ?
মনকির ঃ গোর আজব। গোর আজব। তুমি যাদের কথা বললে তাদের জন্যেই মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ে পড়েছে। এই মানুষদের যুক্তির কাছেই বারবার ইসলাম ধর্ম সংকটে পড়েছে। এদের প্রথম অপরাধ এরা সুকৌশলে মানুষকে ধর্মীয় অধিনতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে।
আয়েশা ঃ কিন্তু আমিতো ধর্মমতেই বিবাহ করেছি। এখনও মুসলিম সমাজে নারীর বিবাহ ধর্মমতে হয়। আবার ধর্মীয় বিধান মেনে স্বামীই তিন তালাক নামের এক ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে থাকে। আপনি কি জানেন এখনও পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ নারীকে তাদের সম্পদ ভেবে তাকে ঘরের বাইরে বেরুতে দিতে চায় না। নারী আর্থিকভাবে পরাধীন। আর এই পরাধীনতাই নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে।
নাকির ঃ মেয়েটা বলে কি ! একমাত্র ইসলাম ধমেই নারীকে পূর্ন সন্মান দেওয়া হয়েছে।

(লাই ডিটেক্টর বেজে ওঠে)

মনকির ঃ ফেরেস্তা মনকির,যন্ত্রটাকি বিকল হয়ে গেলো ?
আয়েশা ঃ এক চরম মিথ্যেকে ধর্মীয় প্রলেপ লাগিয়ে সত্য বলে চালাবার চালাকি যন্ত্রটা ধরে ফেলেছে মহামান্য ফেরেস্তাগণ। আপনাদের নবীর ছয় বছরের বিবি আয়েশা,পালক পুত্রবধূ জয়নব আর নবীজীর যৌনদাসী মারিয়া আলকিবতিয়ার কথা মনে করে লাইডিটেক্টর হাঁসছে।
রামমোহন ঃ মহামান্য অদৃশ্য বিচারক,ইসলাম ধর্মে নারীকে যে কতো বড়ো সম্মান দেওয়া হয়েছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনার সামনে আসামীর কাঠগড়ায়।
মনকির ঃ তুমি নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ব্রাহ্মণের কোন আচার পালন করোনি। ইসলামের সমালোচনা তোমার মুখে শোভা পায় না। তুমি নিজেইতো ব্রাহ্মণ জাতির কলঙ্ক।
রামমোহন ঃ যে কলঙ্কের কালিতে কালকের ইতিহাস রচিত হবে;সে কলঙ্ক আমার অহঙ্কার। আপনার মতো হাজার বরাহ,কয়েক লক্ষ মনু পারবে না সে আগামীর ইতিহাসের ইতি টানতে। ধর্মীয় অনুশাসন একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে মানবতার কাছে।
নাকির ঃ এতো হাজার বছর পরেও যখন মুখ থুবড়ে পড়তে হয়নি;ভবিষ্যতেও হবে না। মুখ থুবড়ে পড়েছে তোমার মতো ধর্মদ্রোহীদের চিন্তা আর চেতনা।
রামমোহন ঃ আপনার ভবিষ্যত বানীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবো না। ব্যক্তিপূজার দেশ এই ভারতবর্ষ। ধর্মের ক্ষেত্রে তো আছেই,রাজনীতির ক্ষেত্রেও এখানে ব্যক্তিপূজার বাড়বাড়ন্ত। যে দেশে আপনাদের মতো ধর্ম ব্যবসায়ীদের এতো দাপাদাপি সে দেশের ধর্মভীতু মানুষদের নিয়ে আপনার দম্ভ হবারই কথা। ধর্ম হলো বঞ্চিত মানুষদের মগজ ধোলাইয়ের সবচেয়ে কার্যকর এক অস্ত্রের নাম। ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে পূর্বজন্ম,কর্মফল,ভাগ্য,ঈশ্বর বিশ্বাস,অলৌকিক বিশ্বাস ইত্যাদি গড়ে উঠেছে,তারই ফলে ধর্মবিশ্বাসী বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের বঞ্চনার কারন হিসাবে আপনাদের মতো আসল খল-নায়কদের দায়ী না করে দায়ী করে কল্পনার ঈশ্বরের অভিশাপকে,পূর্বজন্মের কর্মফলকে,জন্মের সময়ের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানকে,ভাগ্যকে।

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

আয়েশা ঃ শাসন করবার জন্য নারীকে দেখানো হয়েছে সমাজ নামের সংবিধান। যে সংবিধানে নারী শুধুমাত্র কারো কন্যা,কারো বিবি,আবার কারো মাতা। পরের জন্যে কর্তব্যের কান্না করতে করতে নারী নিজের জন্যে কাঁদতে ভুলে গেছে। রাষ্ট্র নামের কঠোর রসিকতা নারীর সাথে করা হয়েছে বারবার। আল্লা নামের অসি দিয়ে নারীর চেতনাকে করা হয়েছে টুকরো টুকরো।

(মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ছুচিবাইয়ের মতো যমরাজ আসে)

যম ঃ ছ্যা ছ্যা ছ্যা। চারিদিকে কি দুর্গন্ধ। বমিতে গা গুলিয়ে আসছে। এই - এই ব্যাটা। কতোবার তোকে বলেছি, এখনও নরকে তোর বিচার চলছে। মাঝে মাঝে হুর দেখার নাম করে তোকে এই মেলেচ্ছদের গোর আজাবে এসে ওকালতি করা আমি শেখাচ্ছি। আরে ব্যাটা তোর সাজা শেষ হলেইতো স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ সভায় অপ্সরাদের দেখতে পাবি। মেলেচ্ছ হুরের চাইতে আমাদের অপ্সরাগণ কম কিসের ?
মনকির ঃ আরে! আবার আপনি এখানে ? আপনাকে কতোবার বলেছি - এক আল্লাহ দ্বিতীয় নাস্তি। দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই। হিসেব মতো আপনাদের বিচারও তো আল্লাই করবেন। আপাতত নরকে নিশ্চিন্তে বসে থাকুন,সেই মহাপ্রলয়ের দিন এগিয়ে এলেই আপনাদের ডাকা হবে।
যম ঃ চুপ কর ব্যাটা। দুদিনের যোগী;ভাতকে বলে অন্ন। তিন হাজার বছর আগে এসে এখনও নরকের নাড়ি নক্ষত্র চিনতে পারলাম না;আর চোদ্দশো বছরের নাবালক করবে ভগবানের বিচার। জানিস,এক অভিশাপ দিয়ে তোর গোর আজবগিরী আমি ঘুচিয়ে দিতে পারি ?
আয়েশা ঃ আগে আপনারাই স্থির করুন,মৃত্যুর পরে মানুষের বিচার কে করবেন। যা করবেন তাড়াতাড়ি। দুনিয়াতে নাস্তিকের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে -
যম ঃ আরে বাদ দাওতো মা ঠাকরুন। তোমার সম্বন্ধেতো সবই শুনলাম। কি এমন অপরাধ তোমার ? তুমি নারী জাতির স্বাধীনতা চেয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দুটো কথা বলেছো। তাতে কি এমন মহাভরত অশুদ্ধ হলো ? নারি জাতিকে কোনকালে ইসলাম সন্মান দিয়েছে ? যে ধর্মে একেক নবী একেক রাতে একশো জনের সাথে সহবাসের কথা বলে সে ধর্মে আবার নারী জাতির সন্মান! নারীর সন্মান যদি কেউ দিয়ে থাকে সে হিন্দু ধর্ম। বিভিন্ন হিন্দু দেবী পূজা তার মস্তবড়ো প্রমাণ।
আয়েশা ঃ মিথ্যে। কোন কালেই নারী পুরুষ কর্তৃক পূজিত হয়নি। পূজার বেদীতে বসিয়ে নারী শক্তিকে ব্যবহার করেছে পুরুষ দেবতারা। পুরুষ দেবের কাছে নারী দেবী শুধুই ভোগ্যপন্য। আপন বলে বলীয়ান নারী যতোবার বিদ্রোহের খর্গ হাতে তুলেছে ততবারই তাকে শান্ত্বনার প্রলেপ লাগিয়ে শান্ত করা হয়েছে।
(পাশ থেকে বসবার এক বেঞ্চ জাতীয় কিছু নিয়ে যমের কাছে এগিয়ে যায় নাকির)
যম ঃ আহাহা করোকি ? করোকি ? ছোঁয়া লাগবে যে!
আয়েশা ঃ মনু নামের মিথ্যে মানুষ নারীকে সামাজিকভাবে পদানত করতে সুকৌশলে বিধান দেয় - সমাজে পুরুষ হবে আক্রমনাত্মক,বলশালী আর চতুর। ধর্মই নারীকে করেছে ভোগ্যপন্য। আজও নারী মূর্খ,সংসারের পোষমানা প্রাণী,অপদার্থ আর সতী। যুগ যুগ ধরে পুরুষের দাসত্ব করতে করতে নারী মেনে নিয়েছে ধর্মীয় পাশবিকতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি পুরুষ মনু,নারীর জন্যে যে সামাজিক অবস্থান ঠিক করে সেখানে নারীকে করা হয় পুরুষের কেনা গোলাম। পুরুষের পরাক্রমের কাছে পরাজিত নারী নতমস্তকে মেনে নেয় সে ধর্মীয় কুপ্রথা। ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষ লেখে নারীর যুগে যুগে নীরব থাকার সংবিধান।
রামমোহন ঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলে নারী পুরুষের অধীনতাকে অস্বীকার করতে পারে এই আতঙ্কে ধর্মে বিধান দেওয়া হলো - পুরুষরা উপার্জন করে তাদের খাওয়াবে,রক্ষা করবে,নিরাপত্তা দেবে, দেখভাল করবে। আর এই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নারীরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের পূজা করবে, দেবতাতুল্যে আরাধনা করে স্বর্গ লাভের স্বপ্ন দেখবে। এটাই তো ধর্মের বিধান ? পৃথিবীতে অগনিত প্রতিষ্ঠিত ধর্ম রয়েছে। আর এই

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো পুরুষ রচিত। সেখানে নারীর কোন স্থান নেই। পুরাণ,রামায়ণ থেকে শুরু করে বাইবেল,কোরান পুরুষদের রচিত বলেই কি নারী নরকের সমার্থক শব্দ মিষ্টার যমরাজ ?
মনকির ঃ নারীর বুদ্ধিমত্তা নাই। নারীরা শক্তিহীন। অদ্যাবধি নারীকে দুনিয়ার কোন বৃহৎ কর্মে স্বাধীনভাবে দেখতে পেয়েছো ?
রামমোহন ঃ আপনাদের ধর্মীয় অফিং খেয়ে নারী আজ বেহুস নয়। নারী এখন অনেক দেশের রাষ্ট্রশক্তির প্রধান। আপনাদের বানানো বিধান অগ্রাহ্য করে নারী মহাকাশে পৌঁছে গেছে।
মনকির ঃ যে চুলোতেই যাক। পুরুষই হচ্ছে নারীর চালিকা শক্তি। নারী যদি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহলে সংসদে নারী বিল আজও বাকরুদ্ধ হয়ে বন্দী কেন ? নারী স্বাধীনতার কথা বলে নারী পরিচালিত দেশে তসলিমা নাসরিনের কেন স্থান হলোনা ? তোমাদের মতো নারী স্বাধীনতা নারী স্বাধীনতা করে যারা মুখের রক্ত ঝরাচ্ছো,সেই নারীর দল কোথায় ?
যম ঃ আর কোথাও ইসলামের সাথে হিন্দু ধর্মের মিল না থাকলেও এইখানে তোমার সাথে আমি একমত ফেরেস্তা মনকির। যতই নারী ব্রাহ্মণ্যবাদের দিকে তর্জনী উচিয়ে নারীর অবহেলার কথা বলুক; আজও সেই ব্রাহ্মণের পূজো নারীর হাতেই হচ্ছে। যে নারী জাতিকে মহাত্মা মনু কুকুর আর শুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন বারো মাসে তেরো পার্বন পালন করে সেই মনু সংহিতার সংকীর্তন তো নারীজাতিই করছে।
আয়েশা ঃ ধর্মের নামে জাতপাত আর বর্ণভেদের যে বিষবৃক্ষ মানুষের সমাজে আপনারা রোপণ করে গেছেন;নারীতো সেই বিষবৃক্ষেরই ফল। ইসলামের কুরান আর হিন্দুর পূরানে কোন অধ্যায়ে মহম্মদ আর মনু মনুষ্যত্বের মন্ত্র দিয়েছে বলতে পারেন ? মানব সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে নারীকে অচেতন করে রেখেছেন আপনারা।
যম ঃ কিন্তু আমাদের পূরান মতে -
রামমোহন ঃ কোন পূরান কোন কালে পবিত্র ছিলো যমরাজ ? কলিকা পূরানে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তার ইচ্ছে কন্যা সন্ধ্যার সাথে কামান্ধের মতো অজাচার করবার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেন। শান্তনু মুনির মহাসতী সুন্দরী স্ত্রী অমোঘাকে দেখে যে সৃষ্টিকর্তা নিজের কামকে সংযত করতে পারেন না;সেই পবিত্র পূরানের কথা বলছেন আপনি ? রাজা দক্ষের সুন্দরী কন্যা সতীকে সম্ভোগ করবার কু চিন্তায় যে প্রজাপতি ঋষির বীর্য স্খলন হয়;সেই পূরান পবিত্র ? সৃষ্টি সুখের উল্লাসে উল্লসিত আরেক কামান্ধ দেবতার কাহিনী স্কন্দ পূরান। সৃষ্টি বিনাস হবার অছিলায় অসুররাজ জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা বিষ্ণুদেবের পাশবিক কামনার শিকার হন। পরম ব্রহ্মদের মাহাত্য বর্ণনার আরেক কেচ্ছা শাস্ত্র ব্রহ্ম বৈবর্ত পূরান। দেবতা বিষ্ণু ছলনার আশ্রয় নিয়ে শঙ্খচূড় নামের এক মুনি পত্নী মহাসতী তুলসীকে ধর্ষন করেন। আর আপনি-মহামান্য যম,নিজের বোন যমী যার কামনার স্বীকার;সেই আপনারা করবেন পাপ পূন্যের বিচার ?
যম ঃ কলি। ঘোর কলি।
মানকির ঃ আসামী পক্ষের উকিল রাজা রামমোহন,তুমি যথার্থই বলেছো। এবার তুমিই স্থির করো,কোন দেবতাদের এজলাসে এই তিনশো বছর ধরে তোমার পাপ পূন্যের বিচার চলছে। তার চাইতে আমি বলি কি - নরক থেকে সব বিচারপ্রার্থীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে এই গোর আজাবে নিয়ে এসো। ওপারে গিয়ে না হয় তোমার জন্যে আরও দুটো হুর বেশী বরাদ্দ করে দেওয়া যাবে।
নাকির ঃ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর ব্যাথা হয়ে গেলো ফেরেস্তা মানকির। বেহেস্ত থেকে কোন হুরকে ডাক করাও। আমাদের কয়েক পেয়ালা পানীয় দিয়ে যাক।
সহেলী ঃ আপনাদের মধ্যে কে আমার বিচার করবনে বলুন,তার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

মানকির ঃ কে করবে মানে ? তুমি তোমার ইসলাম ধর্মাবলম্বী স্বামীকে অমান্য করে ইসলামকে কলুষিত করেছো। তার ন্যায্য বিচার কি ওই নরকে হবে ? শোন পবিত্র কোরানের আয়াত অনুসারে তোমার বিরুদ্ধে চার্য গঠিত হলো - মহাপ্রলয়ের দিন অবধী শাস্তি ভোগের পরে তোমার স্থান হবে দোজাখে।
যম ঃ মামার বাড়ীর আবদার আর কি! দুনিয়াতে মনুষ্যদিগকে যিনি সৃষ্টি করলেন সেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই তোমার পরকালের বিচারক। ইহকালে চোদ্দটা নিকাহ করবার অপরাধে অপরাধী তোমাদের যে নবী; তার কি শাস্তি হয় সেই বিধান বানাতেই ব্রহ্মাদেব ব্যাস্ত।
নাকির ঃ চোরের সাক্ষী মাতাল। ষোলশ নারীকে যাদের দেবতা বগলদাবা করে রাখতো সেই ধর্মের গীত গাইছেন এই গোর আজাবে ?
যম ঃ আরে আইন মতে পরকিয়া এখন আর কোন পাপ নয়। অনেক দেশের সংবিধান তাকে মান্যতা দিয়েছে। দুনিয়াতে নারী আর পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমানুপাতিক। ইসলামের বিধানমতো প্রত্যেকটা মুসলমান যদি চারটে করেও নিকাহ করে মেয়েদেরতো আকাল পড়ে যাবে। বাকী পুরুষদের জন্য কি তোমরা বেহেস্ত থেকে হুর আনিয়ে দেবে ?
রামমোহন ঃ থামুন আপনারা। মহামান্য ফেরেস্তাগন,ইসলাম ধর্মমতে মানুষকে খুন করা বৈধ না অবৈধ?
মানকির ঃ সহিহ বুখারীতে পরিস্কার বলা আছে - প্রথমত ঃ যদি কেউ কোন নিরাপরাধ মানুষকে খুন করে। দ্বিতীয়ত ঃ বিবাহিত হবার পরেও যদি কেউ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় আর তৃতীয়ত ঃ কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ।
রামমোহন ঃ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ইসলামের নবী হজরত মহম্মদ প্যাগান,খৃষ্টান,ইহুদি ধর্মাবলম্বী নিরাপরাধ পুরুষদের হত্যা করেন ? নিরাপরাধ মানুষদের খুনের অনন্য নজীর সৃষ্টিকারী মহম্মদ ঘোরী থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের ইসলামী জঙ্গীদের শাস্তি কোন আজাবে হবে মহামান্য ফেরেস্তা ? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে মৃত লাখো লাখো বাঙালীর তাজা খুনে লাল হয়েছিলো বাংলার মাটি। আপনার গোর আজাবের কোন এজলাসে সেসব রক্তলোভী ইসলামীদের বিচার হচ্ছে মহান অদৃশ্য আল্লাপাক ?
মানকির ঃ তুমি যাদের কথা বলছো,তারা ইসলামের খিদমদগার।
রামমোহন ঃ ওই একই খিদমদের জন্য যদি অন্যান্য ধর্মউন্মাদের দল মুসলিম নিধন শুরু করে সারা দুনিয়ায় যতো রক্ত ঝরবে;আপনার কোন আল্লাহপাক কোন পাত্রে জমা রাখবে সে রক্ত ? সহি বুখারী হাদিস মতে বিবাহের পরে যদি কেউ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তাকে খুন করবার বিধান দেওয়া হয়েছে। ব্যাভিচার কাকে বলে মহামান্য অদৃশ্য বিচারক ? যুদ্ধবন্দী নারীদের গণিমতের মাল আখ্যা দিয়ে রায়হান,জওয়াহীরা,সফিয়া নামের ইহুদি নারী আর মারিয়া কিবতিয়াদের মতো হাজার হাজার সহায় সম্বলহীন খৃষ্টান নারীদের উপর আপনি,আপনার তল্পীবাহকেরা যে অমানুষিক যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন তার শাস্তি নেবার জন্য আপনি কি প্রস্তুত বেহেস্তের মুসাফির ? কুরান আর হাদিসে আপনার এই কীর্তি কাহিনী জানার পরে কোন ইসলাম ধর্মাবলম্বীর যদি চৈতন্য উদয় হয় তার জন্য শিরোচ্ছেদের বিধান কেন অলৌকিক বিধাতা ?
নাকির ঃ গোর আজাব। গোর আজাব। থামবে তুমি ? নইলে এই গদা দিয়ে -
যম ঃ আরে থামো মিঞা। গদা কি শুধু তোমার হাতেই আছে ? আমি মহামান্য যমরাজ। শাস্তির বিধান যদি দিতেই হয় তাহলে সে বিধান আমিই দেবো। বেশী ফর ফর করলে ট্রাম্পকে বলে এমন শিক্ষা দেবো গোর আজাবের গুষ্টিশুদ্ধ সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে।

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

মানকির ঃ আঃ। ফেরেস্তা নাকির,কতোবার তোমাকে বলেছি ওসব চুরি করা গদা নিয়ে বেশী তড়পানি করোনা। মান্যবর যমরাজ যদি রেগে মেগে সত্যিই আমেরিকায় একটা খত লিখে এসব জানিয়ে দেয় আমাদের কি হাল হবে একবার ভেবেছো ?

(চোখহীন,বুকের বাঁদিকে ও কোমরের কিছুটা নীচে রক্তাক্ত ব্যাক্তি আসে। হঠাৎ সভা স্তব্ধ হয়ে যায়। সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়। নাকির মানকিরের কানে কানে বলে -)
নাকির ঃ ফেরেস্তা মানকির,আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাটা আমেরিকার গুপ্তচর।
মানকির ঃ এ্যা !!! বলো কি! নিশ্চই যমরাজের চক্রান্ত।
নাকির ঃ হতে পারে। হতে পারে।
মানকির ঃ (গলা পরিস্কার করে ভীতু কণ্ঠে বলে) তুমি - মানে আপনি !
যম ঃ ব্যাপার কি হে ? নিশ্চই তুমি মানব বোমা ? আত্মঘাতি জঙ্গী হামলা করতে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে তোমার ?
ব্যাক্তি ঃ না। আমি একজন মানবতাবাদী। আপনাদের এই গোর আজাব আর নরকে বিশ্বাস করি না। মানবতার স্বপক্ষে কথা বলার অপরাধে ধর্মের ধ্বজাধারীরা আমাকে কুপিয়ে খুন করবার চেষ্টা করে। দীর্ঘদিন কোমায় থাকার পরে কিছুদিন আগে আমার মৃত্যু হয়েছে।
মানকির ঃ মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে। কোন হাতিয়ারে তোমার নিধন হয়েছে ? যদি কোরানের কোপ খাও তাহলে তোমার চোখ,হৃদয় আর মুত্রথলী কি কোরান কেয়ামতের জন্যে তুলে নিয়েছে বলতে চাও ?
ব্যাক্তি ঃ মানব কল্যানে সেগুলো আমি দান করেছি।
নাকির ঃ তারমানে তোমার দাফন হয়নি ? দাফনই যদি না হয়;এখানে তুমি এলে কেমন করে ? কুরান মতে দাফন হবার পরেই আমি আর মানকির ফেরেস্তা তোমাকে কবর থেকে তুলে নিয়ে আসবো।
ব্যাক্তি ঃ আপনাদের পরকালের গল্প যে কতোবড়ো মিথ্যে আমিইতো তার মস্তবড়ো প্রমান। পরকালে বেঁচে আছি আমি। আমার দেওয়া চোখ দিয়ে কোন অন্ধ আজ দুনিয়ার আলো দেখছে। আমার মানবতার হৃদয়টি হয়তো কোন মানবীর মধ্যে পরম আদরে আছে। কিডনী দুটো পেয়ে হয়তো গোচোনা আর উটের পেচ্ছাব খাওয়া ধার্মিকেরা তাদের ধর্মপালন করছে।
যম ঃ আচ্ছা,মাঝে মাঝেই এই মানবতা কথাটা শুনতে পাই। হিন্দু আর মুছলমানদের ধর্মের মতো সেটাও কি একটা ধর্ম ?
ব্যাক্তি ঃ বলতে পারেন;আবার নাও বলতে পারেন।
যম ঃ তোমার নাম ?
ব্যাক্তি ঃ আমি অনন্ত।
যম ঃ ওঃ। তাহলে আর কী ? বুঝতে পারছো মাথামোটা ফেরেস্তার দল,বেশ বুঝতে পারছি আমাদের নরক আর তোমাদের এই গোর আজাবের চাকরী বেশীদিন নেই। আচ্ছা তোমাদের মানবতার কোন এজলাসে আমাদের একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে পারো ?

(আয়েশা আসামীর কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে বিচারকের চেয়ারে বসে হাতুড়ি পিটিয়ে বলে -)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

আয়েশা ঃ অর্ডার। অর্ডার। আর্ডার। গোর আজাবের গল্প শেষ করে মানবতা আদালত শুরু হচ্ছে - শুনুন আপনারা। ধর্ম একটি শক্তিশালী বিশ্বাস। ধর্মের শিক্ষা আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। তবে ধর্ম যতই শক্তিশালী হোক,সে সময়কে আটকে রাখতে পারবে না। বারো মাসে তেরো পার্বন পালনকারী মানুষ বুঝবে,তাদের শোষণ বঞ্চনার কারণ কোন ঈশ্বর-আল্লা নয়;কিছু মানুষের অপরিসীম লোভই তাদের দারিদ্রের কারণ। কোনো ঈশ্বর বিশ্বাসই মানুষ কে পাপ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। কারণ,সব ধর্ম গ্রন্থেই আছে তার ঈশ্বর কে তুষ্ট করে পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্ত স্বর্গবাস বা বেহেস্তে হুরদের সাথে অবাধ যৌন সংসর্গ করার বিধান। গুজরাটের দাঙ্গাতে যে সকল বানর সেনা জয় রাম বলতে বলতে গর্ভবতী নারী কে ধর্ষণ করে তার পেট চিরে ভ্রূণ বের করে তরওয়ালের ডগায় নাচিয়েছিল ,সেই ধর্ম উন্মাদের দলই ইসলামের নামে লাখো লাখো মানুষকে হত্যা করে চলেছে। মানব সভ্যতার শুরু থেকে আজ অবধী হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তণবাদকে অস্বীকার করে সমস্ত মানব জাতিকে ধর্মের নামে এই ধনন্তরীর দল তাদেরকে কুসংস্কারের বিষ খাইয়ে এসেছে। গোর আজাব আর নরকের ভীতি আমাদের বুঝতে দেয় না,কোন যাদুমন্ত্রে এদেশের ৭৪% মানুষের আয় ১% মানুষের কুক্ষিগত। পরকালে বেহেস্ত নামের এক কাল্পনিক স্বর্গের গল্প ফেঁদে অশিক্ষিত,সহজ-সরল মানুষগুলোকে ধর্মদাস বানিয়ে সমাজের উচু তলার মানুষেরা এই কালেই ডুবে আছে সুর-হুর আর শরাবে। যেদেশের জন সংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী;সত্যিকারের নারী স্বাধীনতা না হলে সেই দেশের উন্নয়ণ রথের চাকা বার বার থেমে যাবে মন্দির আর মসজিদের সদর দরজার সামনে।

মানুষের কোলাহলের শব্দ শোনা যায়। মানকির,নাকির আর যম ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে কাঁপতে থাকে।

রামমোহন ঃ আপনাদের ভয় নেই। ওরা মানবতাবাদী। আপনাদের মতো ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের ওরা খুন করবে না। ওরা শুধু আপনাদের এই গোর আজাবের গোপন ব্যাবসা কক্ষের সরদ দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিয়ে গেলো। আজ থেকে গোর আজাব বন্ধ।

(ধীরে ধীরে আলো নিভে আসে।)

সমাপ্ত।